শক্তিগ্রহের উপায়

আমরা জানি বিশেষ বিশেষ শব্দ থেকে বিশেষ বিশেষ অর্থের জ্ঞান হয়। যে কোনো শব্দ থেকে যে কোনো অর্থের জ্ঞান হয় না। আর সেইজন্য শব্দ ও তার অর্থের মধ্যে একটা সম্বন্ধ অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। এই সম্বন্ধ হল সংকেতরূপ শক্তিবিশেষ। কিন্তু প্রশ্ন হল এই সংকেতরূপ শক্তির জ্ঞান হবে কীভাবে ? পদ ও পদার্থের সম্বন্ধ থাকলেই যে পদার্থ জ্ঞান হবে এমন নয়। পদার্থের জ্ঞান হতে গেলে ঐ শক্তিরূপ সম্বন্ধের জ্ঞান আবশ্যিক। পদ যখন স্বাধীনভাবে পদার্থকে বোঝাতে পারে না, ঐ সম্বন্ধের দ্বারা পদার্থকে বোঝায়, তখন পদার্থবোধে সম্বন্ধের জ্ঞান কারণ হবেই। জ্ঞাত সম্বন্ধই পদার্থবোধনে সক্ষম হয়। তাই প্রশ্ন ওঠে পদার্থবোধে অপেক্ষিত সম্বন্ধের জ্ঞান কিভাবে হবে ?

উত্তরে অন্নংভট্ট দীপিকাটীকা গ্রন্থে বলেন, ‘শক্তিগ্রহশ্চ বৃদ্ধব্যবহারেণ’। বৃদ্ধব্যবহারের দ্বারা পদ ও পদার্থের শক্তিরূপ সম্বন্ধের জ্ঞান হয়। বৃদ্ধ ব্যবহারের দ্বারা কীভাবে শক্তরূপ সম্বন্ধের জ্ঞান হয় তা বোঝানোর জন্য টীকাকার অন্নংভট্ট একটি উপমার সাহায্য নিয়েছেন। একটি শিক্ষার্থী বালকের সম্মুখে উত্তমবৃদ্ধ মধ্যমবৃদ্ধকে বললেন, ‘গাম্ আনয়’। এখানে বৃদ্ধ শব্দের দ্বারা শিক্ষার্থী বালকের উপেক্ষাভাবটি নিবারিত করা হয়েছে। যিনি আদেশ করেছেন তাঁকে উত্তম বৃদ্ধ এবং যিনি আদেশ পালন করছেন তাঁকে মধ্যমবৃদ্ধ বলা হয়েছে।

ঐ উভয়কে আবার যথাক্রমে প্রযোজক প্রযোজ্যশব্দের দ্বারাও বোঝানো হয়। উত্তম বৃদ্ধের ‘গাম আনয়’ এই বাক্য শুনে মধ্যমবৃদ্ধ গরু নামক প্রাণীটিকে আনতে প্রবৃত্ত হলেন এবং গরুটিকে নিয়ে এলেন। শিক্ষার্থী বালকটিও মধ্যমবৃদ্ধের মতোই উত্তমবৃদ্ধ কথিত ‘গাম আনয়’ এই বাক্যটি শোনে। তারপর দেখে যে ঐ বাক্যটি শুনেই মধ্যম বৃদ্ধ চলে গেলেন এবং একটি গরুকে নিয়ে এলেন। তখন শিক্ষার্থী বালকটি অনুমান করে যে, মধ্যম বৃদ্ধ যে গরুটিকে নিয়ে এলেন, তাঁর এই আনয়নক্রিয়া নিশ্চয়ই প্রযত্নজন্য, যেহেতু ঐ আনয়ন ক্রিয়াটি একটি বিশেষজাতীয় ক্রিয়া, যেমন আমার মাতৃস্তন্যপানাদিক্রিয়া। ‘মধ্যমবৃদ্ধস্য গবায়নক্রিয়া প্রযত্নজন্যা বিলক্ষণক্রিয়াবৎ মদীয়স্তন্যপানাদিক্রিয়াবৎ’।

তখন বালকটি স্মরণ করল যে, ‘গরুটি আনয়’ এই বাক্যটি উচ্চারণের পূর্বে আনয়ন ক্রিয়াটি ঘটে নি এবং দেখল যে উত্তম বৃদ্ধের বাক্যটি উচ্চারণের পরে আনয়ন ক্রিয়াটি ঘটল। এইভাবে অন্বয় ব্যতিরেকের দ্বারা বালকটি সিদ্ধান্ত করল যে, মধ্যমবৃদ্ধের আনয়ন ক্রিয়া তার প্রবৃত্তির বা প্রযত্নের দ্বারা উৎপন্ন এবং মধ্যমবৃদ্ধের প্রবৃত্তি উত্তম বৃদ্ধ উচ্চারিত ‘গরুটি আনয়’ বাক্যের দ্বারা উৎপন্ন। তখন ঐ বালকের জ্ঞান হল যে, ‘গরুটি আনয়’ বাক্যের অর্থ হল গলকম্বল বিশিষ্ট পশুকে নিয়ে আসা। কিন্তু বালকটি তখনও বুঝতে পারে না যে, কোন্ পদটি গলকম্বল বিশিষ্ট পশুর বোধক এবং কোন্ পদটি আনয়ন ক্রিয়ার বোধক।

আবার বালকটি দেখল যে, উত্তমবৃদ্ধ মধ্যমবৃদ্ধকে বললেন, ‘অশ্বটি আনয়’, ‘গরুটি বাঁধ’ এবং দেখল যে মধ্যমবৃদ্ধ অশ্বটি নিয়ে আসা ও গরুটি বন্ধনরূপ ক্রিয়াটি করল। তখন ঐ বালক আবাপ (গ্রহণ) উদবাপের(ত্যাগ) দ্বারা বুঝল যে, ‘গরু’ পদের গোত্ববিশিষ্টে শক্তি এবং অশ্বপদের অশ্বত্ববিশিষ্টে শক্তি। বালকটি দেখল যে, মধ্যমবৃদ্ধ ‘গরুটি বাঁধ’ বাক্যটি শুনে গরুটিকে আনয়ন না করে গরুটিকে বাঁধল। এক্ষেত্রে আনয়নক্রিয়াটি পরিত্যক্ত হয়েছে, সাস্নাবিশিষ্ট পশু অর্থাৎ গরুটি গৃহীত হয়েছে। মধ্যমবৃদ্ধ ‘অশ্বটি আনয়’ বাক্যটি শুনে অশ্বটি না বেঁধে আনয়ন করল। এক্ষেত্রে আনয়ন ক্রিয়াটি গৃহীত হয়েছে, গোশব্দার্থ অর্থাৎ গরুটি পরিত্যক্ত হয়েছে। এভাবে বালকটি আবাপ-উদবাপের দ্বারা গোশব্দ ও অশ্বশব্দের অর্থ বুঝতে পারে। আর এভাবে বৃদ্ধব্যবহারের দ্বারা বালকের শক্তিগ্রহ বা সংকেতজ্ঞান হয়ে থাকে এবং এর ফলে পদশ্রবণজন্য পদার্থের উপস্থিতি হয়ে থাকে অর্থাৎ আমাদের পদার্থজ্ঞান হয়ে থাকে।

এই প্রসঙ্গে অন্নংভট্ট দীপিকাটীকাতে একটি বিতর্কের উপস্থাপনা করে তার সমাধান করেছেন। সেটি হল ঃ একটি পদ সর্বত্র ক্রিয়ান্বিত বা কার্যান্বিত পদার্থেরই বোধক হয় কি ? প্রাভাকর মীমাংসক এক্ষেত্রে বলেন, শাব্দবোধনামক অনুভবের উৎপত্তিস্থলে অপেক্ষিত শক্তিগ্রহ কেবল ব্যবহারের দ্বারাই হয়। যে বাক্য শ্রবণ করলে শ্রোতার কোনরূপ প্রবৃত্তি হয়, সেই সকল বাক্যের শ্রবণে শ্রোতার শাব্দবোধ হয়। ঐ সকল প্রত্যয় কার্য্যত্ববোধক হয় বলে, অর্থাৎ কার্য্যত্বের উপস্থাপনার দ্বারা কার্য্যত্ববোধক হয় বলেই শাব্দবোধজনক হয়ে থাকে। শাব্দবোধ কার্য্যত্ববিষয়কই হয়, যেহেতু ঘটাদি শব্দ কার্য্যান্বিত ঘটাদির বোধেই সমর্থ, কেবল ঘটাদির বোধে সমর্থ নয়।

যে সল বাক্যে কার্য্যত্ববোধক প্রত্যয় থাকেনা, সে সকল বাক্য শুনলে শাব্দবোধ নামক অনুভব হয় না, স্মৃত্যাত্মক শাব্দবোধই হয়। ব্যবহারের যখন শক্তিগ্রহ হয়, তখন শিক্ষার্থী বালক ‘গরুটি আন’ ইত্যাদি বাক্যে কিংবা ‘গরুটি বাঁধ’, ‘অশ্বটি আন’ ইত্যাদি বাক্যে স্থিত গরু, অশ্ব প্রভৃতি পদার্থেই শক্তি বোঝে। তাই বলা যায় পদের কার্য্যান্বিত স্বার্থবোধনে শক্তি স্বীকার্য্য। এরূপ শক্তির জ্ঞান ব্যবহারের দ্বারাই হয়ে থাকে। ব্যবহারই কার্য্যপর অর্থাৎ প্রযত্নসাধ্য আনয়ানাদিজনক হয়, এইজন্য শাব্দবোধরূপ অনুভবের কারণীভূত শক্তগ্রহের হেতু হয়।

যে সকল পদের সাথে লিঙাদিপ্রত্যয়ান্ত ক্রিয়াপদের সম্বন্ধ নাই, সে সকল পদকে সিদ্ধপদ বলা হয়। কার্য্যান্বিতপদভিন্ন পদই সিদ্ধ পদ। সিদ্ধপদের শ্রবণে শাব্দবোধ অনুভব হয় না, প্রাভাকরের এরূপ সিদ্ধান্ত নৈয়ায়িক স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে 'কাঞ্চীনগরীতে ত্রিভুবনতিলক ভূপতি আছেন বা ছিলেন' - এই বাক্য শ্রবণে শ্রোতার শাব্দ অনুভবই হয়। যদিও এইবাক্যে থাকা ভূপতি আদি পদ কার্য্যান্বিত অর্থের বোধক নয়, যেহেতু এখানে লিক্ষাদি প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়াপদ নাই, তথাপি উক্ত বাক্যের দ্বারা অনুভবাত্মক শাব্দবোধ হয়, একথা অনুভবসিদ্ধ। 'চৈত্র ! পুত্রস্তে জাতঃ' অর্থাৎ 'ওহে চৈত্র ! তোমার পুত্র জন্মিয়াছে' - এই বাক্য শুনলে চৈত্রের মুখ প্রফুল্ল হয়ে ওঠে। এতে বোঝা যায় চৈত্রের সুখ উৎপন্ন হয়েছে। ঐ সুখের কারণ হল পুত্রজন্মজ্ঞান। ঐ জ্ঞানের জনক হয় উক্তবাক্য।

সুতরাং লিঙ্গাদি প্রত্যয়ান্ত ক্রয়াপদ না থাকলে বাক্যস্থপদ কার্য্যন্বিত স্বার্থবোধক হয় না এবং কার্য্যান্বিত স্বার্থবোধক না হলে সেরূপ পদসমূহরূপ বাক্য হতে অনুভবাত্মক শাব্দবোধ হয় না - প্রাভাকরের এই সিদ্ধান্ত সঙ্গত নয়। আরো বলা যায় যে, প্রসিদ্ধপদ সান্নিধ্যবশতঃ সিদ্ধপদেরও শক্তিগ্রহ হয়ে থাকে। 'বিকশিতপদ্মে মধূনি পিবন্তি মধূকরঃ' এই বাক্যে স্থিত মধূকর শব্দার্থের সাথে তাদৃশক্রিয়াপদের অন্বয় না থাকলেও বিকসিতপদ্ম, মধু প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পদের সান্নিধ্যের জন্যই মধুকরশব্দের ভ্রমরে শক্তিগ্রহ হয়। সুতরাং কেবল ব্যবহারের দ্বারাই শক্তিগ্রহ হয়, এরূপ বলা ঠিক নয়।

অধ্যাপক বিবেকানন্দ সাউ
দর্শন বিভাগ
বিদ্যানগর কলেজ